Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 755 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 755 - 762
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘কল্লোল’ ও ত্রৈমাসিক ‘পরিচয়’ : একটি তুলনামূলক আলোচনা

মইজুদ্দিন মোল্লা
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
Email ID : mmoijuddinmolla@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
age of disturbance, Ivan Sergeevich Turge nev, Knut Hamsun, Rabindranath Tagore, Buddhadev Basu, Premendra Mitra,

Abstract
'Parichoy' was born when 'Kallol' was seven years old. Although 'Kallol' only had a life span of seven years, 'Kallol' stopped at the very beginning of 'Parichoy's' journey, but even then 'Prichoy' had to fight. It had to fight not with 'Kallol'; with the 'Kallol era'. This is a source of pride for 'Prichoy', and a victory for 'Parichoy'. In building their era of friendship, in their changing mentality, that is, in the land of faith. This article discusses 'Kallol' and 'Parichoy' newspapers in a comparative manner. In particular, the subject of this article is to outline how the mentality of both magazine shaped each other's course.

Discussion

> “সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তির আভাস দেওয়া হয়, তাহলে দুঃখ-দারিদ্র্যরূপ যে কোনো অবস্থার বর্ণনাতেই সাহিত্যসৃষ্টি হবে না। তবে যদি দারিদ্য কিংবা অন্য কোনো রিপুর তাড়নায় মানুষ কী রকম ব্যবহার করে দেখানোই সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয় তাহলে ব্যক্তির কোনো ধার না রাখলেও চলে।”[১]

মানে, আংশিক নয়, চরিত্রকে হতে হবে সম্পূর্ণ। কোনো ব্যক্তিই যেহেতু একটিমাত্র ঘটনার সাক্ষী নয়, তার অনিকেত জীবনে বহু ঘটনার সম্মিলিত উপহাস কতটা নির্মাণের কাজ করেছে তার হিসেব না থাকলে ঠিক ‘concrete’ উপন্যাস লেখা সম্ভব নয়। কেননা, -

> “সত্যকার নভেলের গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিৎ নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে, হয়তো কোনো সিদ্ধান্তই থাকবে না, কীটসের negative capability থাকবে।”[২]

আর থাকবে বলেই পরিচয়ের লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি কল্লোলের পীত ব্যথা হতে পারে। ‘কল্লোলের’ অপ্রশান্তির জল-কলরোলের শেষ ঘাট ‘পরিচয়ের’ শান্ত অবকাশ এই কথাটি যেমন ‘পরিচয়’ বুঝে গিয়েছিল তেমনি বুঝে গিয়েছিল ‘কল্লোল’ নিজেও। একদিকে ব্যর্থতার ঊষর পদচিহ্ন অন্যদিকে আশার বিস্তীর্ণ চোখ, একদিকে বিরুদ্ধতার গদ্য, আর একদিকে ভাববিলাসের নিমীলিত অতলতা এই দ্বিবিধ টান ‘কল্লোল’কে যেমন দিয়েছিল আবেগসর্বস্ব ‘কল্লোল যুগের’ শিরোপা, তেমনি ‘পরিচয়’কে দিয়েছিল বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনের পরিচয়। এবং যেহেতু “কল্লোলের সাধনাই ছিল নবীনতার,

OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 755 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অনন্যতার সাধনা। যেমনটি আছে তেমনটিই ঠিক আছে, এর প্রচণ্ড অস্বীকৃতি,"[৩] 'নুট হামসুনের সঙ্গে গোর্কি'কে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা, তাই জীবনাশ্রিত বাস্তবতা ও বোহেমীয় রোমান্টিকতা থেকে সরে গিয়ে 'সবুজ পত্র' যে মননঋদ্ধ স্বচ্ছদৃষ্টির পালা এনেছিল ঘটাতে হবে তারই অনুবর্তন এই ভাবনায় ভাবতে 'পরিচয়'এর বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কেননা, বিদ্রোহ জীবনে ও সাহিত্যে দুই ক্ষেত্রেই সত্য, কিন্তু মৈত্রীভাবের পরিচয়ই পারে সমস্ত অবজ্ঞাকে তুচ্ছ করে দিতে। তাই 'রবীন্দ্র-উত্তর' যুগ প্রবর্তনের চেষ্টায় নয়, রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে হাঁটা। কালব্যপ্তিতে না হোক, গভীরতায় দূরবিস্তারী হবে। উদ্দেশ্য হবে, 'প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাব-গঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর বহাইয়া দেওয়া'। আর এজন্যই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যেখানে লিখেছিলেন, -

> "কল্লোল বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।"[৪]

সেখানে 'পরিচয়'এর প্রথম সংখ্যায় সুধীন্দ্রনাথ লিখলেন, "ইহাকে লালনের ভার পড়িল তাহাদের উপর - বাংলা ভাষার অতীতকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন, বর্তমানকে দরদ দিয়া দেখেন ও ভবিষ্যতের আলোকিত প্রসব সম্বন্ধে যাঁহাদের বিশ্বাস অকুণ্ঠ"। কল্লোলের সঙ্গে পরিচয়ের মনান্তর এখানেই, কল্লোলের তরুণ জীবনে অনিশ্চয়তার পটভূমি আর পরিচয়ে তিরিশ উত্তীর্ণ প্রবীণের মৌন গভীর প্রশান্তি। তাদের মধ্যে দূরত্ব কেবল দশকের নয়, তারা বিমুখ অভিজ্ঞতার গাম্ভীর্যে। যদিও কল্লোলের সমাপ্তিতেই পরিচয়ের সূচনা।

ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখবো কল্লোলের জন্ম বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক (১৯২৩-৩০) আর 'পরিচয়' তার ত্রৈমাসিক সংখ্যার প্রথম জন্ম দিচ্ছে তৃতীয় দশকের প্রথম সিঁড়ি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। শেষ হচ্ছে ১৯৩৬-তে গিয়ে। তাদের দুটিরই জন্মকাল 'age of disturbance' - এ, একটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফল আর একটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাক্ষ্য। ফলত, স্বাভাবিকভাবেই মার্ক্সবাদ, ফ্রয়েডবাদ, লরেন্সের সেক্স ও ইডিপাস তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে লেডি চ্যাটার্লির সংস্কারমুক্তির টান 'কল্লোল'কে যতটা টান মেরেছিল ততটা 'পরিচয়'কে নয়; কেননা, পরিচয়ের আর কিছু থাক বা না থাক, ক্নুট হামসুনের ক্ষুধা ছিল না। দীনেশরঞ্জনের অনুজা নিরুপমা দেবী তাই জানাচ্ছেন, -

> "না খেতে পাওয়া একদল ছোকরা সাহিত্যিক কল্লোলকে ঘিরে থাকতো। সকলেই প্রায় ছাত্র। কারও এক পয়সা উপার্জন নেই। অনেকেই অভুক্ত আসতেন।"[৫]

আর পরিচয়ের আড্ডার কথা বলতে গিয়ে শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ লিখছেন, -

> "তারপর চা - সঙ্গে যথারীতি অতি পরিপাটি জলযোগ।"[৬]

কল্লোলের অফিস ছিল মধ্যকলকাতায় দশের দুই পটুয়াটোলা লেনে সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাসের মধ্যম ভাইয়ের ভাড়াবাড়ির বৈঠকখানায়। ত্রৈমাসিক পরিচয়ের অফিস ছিল উত্তর কলকাতায় একশ' উনচল্লিশ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে - হাতিবাগানে বিখ্যাত দত্তভবনে - অ্যাটার্নি হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সুসজ্জিত বৈঠকখানায়। গোকুলচন্দ্র, দীনেশরঞ্জন, সুনীতিদেবী, মনীন্দ্রলাল বসু, সতীপ্রসাদ সেন, সুধীরকুমার চৌধুরীর সমন্বিত আয়োজনে প্রকাশিত হল কল্লোলের প্রথম সংখ্যা (সময় ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, ১লা বৈশাখ)। মূলধন দাঁড়ালো সাড়ে তিন টাকা আর তারুণ্যের বিপুল আত্মবিশ্বাস। ছাপা হল মানিকতলার প্রেস থেকে। প্রথম তিন বছর ডিমাই সাইজের পনেরো ফর্মা, চতুর্থ বছর (বৈশাখ, ১৩৩৩) থেকে ডবল ক্রাউনে। মূল্য নির্ধারিত হল প্রথমে চার আনা, পরে পাঁচ আনা। ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক সাড়ে তিন টাকা। যাত্রা শুরু গল্প-মাসিক হিসেবে। তারপর কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ আর ব্যঙ্গচিত্র। রঙিন ছবি না ছাপার সংকল্পেও ঘটে মতান্তর, মুদ্রিত হয় ১৩৩১ থেকে ১৩৩৬ এর শেষ সংখ্যা পর্যন্ত।

'কল্লোল'-এর এই অনাড়ম্বর বিদ্রোহ 'পরিচয়'-এ ছিল না। অক্সফোর্ড ফেরত সুরাবর্দি, কিরণ মুখোপাধ্যায়ের মতো অপূর্ব চন্দ, হীরেন মুখোপাধ্যায়, তুলসী গোঁসাই, সুশোভন সরকার, হুমায়ুন কবীর প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেকের চালচুলোহীন দারিদ্র্য থেকে যোজন যোজন দূরত্বে বাস। গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর প্রবোধচন্দ্র বাগচী ফ্রান্স থেকে কীর্তিমান হয়ে ফিরেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু তরুণ বয়সেই নামকরা বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। চারুচন্দ্র দত্ত অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান আর সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ধনী অ্যাটার্নী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে

আমেরিকা ভ্রমণান্তে ফিরেছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃতি অধ্যাপক, নানাবিদ্যায় পারঙ্গম। আড্ডাধারীদের মধ্যে ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হামফ্রে হাউস, স্টেটম্যান-এর সহ-সম্পাদক ম্যালকম ম্যাগাবিজ, মজিদ রহিম আই সি এস, প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত। পরিচয়ের জন্মকথা বলতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথের অনুজ হরীন্দ্রনাথ লিখছেন, -

> "নানা কারণে সুধীন্দ্রনাথ স্থির করলেন যে একটি পত্রিকা তিনি স্বয়ং প্রকাশ করবেন। তাঁর কনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে তখন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন বসু, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, শহীদ সুরাবর্দি প্রভৃতি সকলেই খুব উৎসাহী ছিলেন। মনস্থির করে তিনি আমাকে জানালেন যে, আয়োজন ঠিক হয়েছে, তুমি কিছু টাকা জোগাড় করে দাও। আমরাও তখন সাহিত্যমণ্ডলে বাস করছি। সবিশেষ উৎসাহিত বোধ করলুম। তাছাড়া দাদা বলছেন। অন্যচিন্তা না করে নিজের কাছে যা ছিল তা থেকে আড়াই শো টাকা দিলুম। পঞ্চাশ গ্রাহক করে অগ্রিম দু'শো টাকা বড়দাকে দিলুম। বাবার কাছে চাইতে উনিও দুশো টাকা বড়দাকে দিলেন। এমনি করে সাড়ে ছ'শো টাকা যোগাড় হল। বড়দার কাছেও কিছু টাকা ছিল। সব মিলিয়ে আশা হল যে ভদ্রভাবে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে।... পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা হল ১৫৪। দাম প্রতি সংখ্যা ১ বার্ষিক ৪|। ত্রৈমাসিক পত্ররূপে বাংলা ১৩৩৮ সনের শ্রাবণ মাসে 'পরিচয়' প্রকাশিত হল।"[৭]

পরিচয়ের আড্ডার উদ্দেশ্য ছিল কাজ; 'রচনা নির্বাচন', 'রচনা সংগ্রহের ব্যবস্থা' আর 'বিবিধ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ'। বুদ্ধির বিস্ময়ে হৃদয়কে সঞ্চয় করা। তাদের আপ্যায়ন বৈভবের সীমানা ছুঁয়ে। আর কল্লোলের আড্ডা ছিল কাজের ফাঁকে ফাঁকে, কথ্যভাষার সমতুল সাংবাদিক সুলভ ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর কখনো জটিল দুরুহ বিষয় উপস্থাপনে। একদিকে দীনেশরঞ্জনের উত্তপ্ত বন্ধুত্বের সান্নিধ্য, অন্যদিকে গোকুলচন্দ্রের নিরাসক্ত - আত্মলীন ভাবুকতার স্পর্শ এই দুই এর মধ্যে নিজেদের টুর্গেনিভ চরিত্রকে চুপটি করে বসিয়ে রাখা।

'কল্লোল'-এর সামনে ছিল 'বঙ্গদর্শন', 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন', 'সবুজ পত্র'-এর নিপুন সাজানো বিদ্রোহ, ছিল 'প্রবাসী', 'অর্চনা', 'ভারতবর্ষ', 'নারায়ণ', 'বিজলী', 'বঙ্গবাসী', 'আত্মশক্তি', 'ধূমকেতু'র মতো কতগুলো পত্রিকার নব্যরুচির সবুজ হাওয়া, সাহসিক দৃষ্টির দিশাসন্ধান। 'সবুজ পত্রে'র ধর্ম জানাতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী যেমন লিখলেন, -

> "পাতা কখনো তার কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না; প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না। তার ধর্ম হচ্ছে এগোনো। তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃতত্ব নয় মৃত্যু। যে মন একবার কর্মের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ করেছে, সে এ উভয়কে অন্তরতা করবেই। কেবলমাত্র ভক্তির শান্তজলে সে তার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে রাখতে পারে না। আসল কথা হচ্ছে, তারিখ এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। সবুজ পত্র এই যৌবনের অর্চনা করবে, এই আশাতেই এই সাহিত্যপত্রের প্রবর্তনা।"[৮]

তেমনটা কল্লোল করলেন না। এখানেই তাদের প্রথম বিদ্রোহ। তাদের সংকল্প ধরা পড়লো কবিতায়, প্রচ্ছদের নির্জন সমারোহে। সঙ্গত সম্মান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতা 'কল্লোল'-এ দীনেশরঞ্জন দাস লিখলেন, -

> "আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা দিশাহীন,
> অজানা জানার নয়নের বারি
> নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
> পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি ফিরি আমি নিশিদিন।
> ... ...
> আশা আছে তবু যদি কোনদিন শতশত যুগ পরে
> বধির শিলার ফেটে যায় বুক
> গুঁড়াইয়া যায় তার নিজ সুখ,
> জলকল্লোল তুলি ভীমরোল বক্ষ তাহার ভরে।"

রাত্রির সংঘর্ষ আর বিচ্ছিন্ন দুঃখের বিস্তৃত গতি এটুকুই কল্লোলের সম্মান। নিবিড় স্বর্গ পাওয়ার প্রত্যাশা আছে কিন্তু প্রাপ্তি নেই, এই বেদনাই তাদের অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকেও করে দিয়েছে 'অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ'। বুদ্ধদেব বসু তাই লিখছেন, -

> "যাকে কল্লোল যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ,"[৯]

কেননা, রবীন্দ্ররচনার বিষয়বস্তু বিরল নয়, দুষ্প্রাপ্যও নয়, কোনো বিস্ময়কর বহুলতাও নেই তাতে; এই বাংলাদেশের প্রকৃতির মধ্যে চোখ মেলে, দু-চোখ ভরে যা তিনি দেখেছেন তা-ই তিনি লিখেছেন। বস্তুত, কোনো কৃত্রিমতা নয়, সহজকে 'সহজ' করে লেখাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। এবং যেহেতু সমাপ্তি বলে কিছু নেই তাই অতৃপ্তিও নেই, "আনন্দদ্ধের খল্পবিমণি ভূতানী আনন্দেন জাতানি জীবন্তি"। ঔপনিষদিক এই শান্তি আর মিস্টিসিজমের সুখ রবীন্দ্রে নিমজ্জিত কবিদের তৃপ্তি দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু রবীন্দ্রপারে দাঁড়ানো কবিদের শান্তি দেয়নি। কারণ তারা ন্যাচারিলজমের যাত্রায় প্রত্যক্ষ করছেন আধ্যাত্মিকতার উল্টোদিক। ফলত, স্বাভাবিকভাবেই কল্লোলের বিশ্বাসভূমি তৈরিই হয়েছিল এই শ্রদ্ধা নিবিড় দূরত্বকে নিয়ে-

> "অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে, প্রতারিত ও পরিত্যক্ত এলাকায়।"[১০]

স্থির গন্তব্য নেই, স্থির সংকল্প নেই, যাযাবরীয় জীবনে ঠোঁটকাঁপা আর্ত প্রতিবাদ। তাই প্রথম মলাটে সমুদ্রতীরে বসে আছে এক নিঃসঙ্গ যুবক - দূরে উত্তাল তরঙ্গমালা। দ্বিতীয় মলাটে সমুদ্রের ঢেউ উচ্ছ্বসিত হয়ে আছড়ে পড়ছে তীরবর্তী মন্দিরে। তৃতীয়তে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার উপরে তাণ্ডব নৃত্যরত নটরাজ শিব। চতুর্থতে শুভ্র ফেনায়িত বিশাল সমুদ্র - এপারে দুটি তাল গাছ, ওপার নীলদিগন্তে বিলীন। আর পঞ্চমে সাগরের একটি ঊর্মি, উপরে লেখা 'কল্লোল'। বিচ্ছিন্ন কল্পনাবিলাসী যুবকের আত্ম-অতিক্রমণের আর্তি এই প্রথম ছবিটি, দ্বিতীয়টি যা প্রাচীন, যা অচল, যা স্থিতিশীল তারই বিরুদ্ধ-বিদ্রোহের, তৃতীয়টি ভাঙণের, সংগ্রাম আহ্বানের, চতুর্থটি কবিতা ও সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠার আর পঞ্চমটি বন্ধনহারা তারুণ্যের অপ্রতিহত গতির। তাদের সুখ এখানেই তারা নিজের কথা শোনেন, তাদের দুঃখ এখানেই তারা কেবলই নিজেরই কথা শোনেন।

'পরিচয়'-এর এই কথা শোনা 'কল্লোল'-এর মতো নয়, তাদের বেঁচে থাকা স্বর্ণিল প্রাণনায়, চিন্তার সূক্ষ্মতায়। প্রকাশের চারুতা কিংবা মত প্রকাশের নির্দ্বিধ সাহসিকতায় হাঁটতে হাঁটতে যুক্তির মূর্তায়ন। কেননা, পরিচয়ের অঙ্কুর কল্লোলের ফোর আর্টস ক্লাবে নয়, পরিচয়ের অঙ্কুর 'সোভিয়েত অ্যাঁদো-ল্যাঁতাঁ'য়, সোসাইটি ইন্দো-লাটিনে। গিরিজাপতি, নীরেন্দ্রনাথ রায় দাঁড়ালেন মুখ্য হয়ে। ফলত, স্বাভাবিভাবেই সুধীন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় উঠে এল ফরাসি ভাষা-সাহিত্য-শিল্পকলা-চর্চা। আধুনিক ও প্রাচীন ভাবগঙ্গায় মানস-নিমজ্জন আর দেশ-বিদেশের সংস্কৃতি-প্রবাহ। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার সম্পাদনায় তাই সুধীন্দ্রনাথ কৈফিয়তের শব্দসজ্জায় লিখলেন, - 'এমন একদিন আসা অসম্ভব নয় যখন এক বিশ্বজনীন ভাষা ও সাহিত্যে সম্মিলিত মহামানবের অন্তরের কাহিনী ছন্দিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই শুভদিনের আবির্ভাবকে ত্বরিত করিতে হইলে আজ মানুষের প্রধান কাজ ভাষা সঙ্কটের দুর্লঙ্ঘ্য বাধাসত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির যুগ যুগ সঞ্চিত ও পরিশীলন সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া। এই পরিশীলন পরিচয়ই জাতিগত দ্বেষ-হিংসা ও অবজ্ঞাকে, সংকীর্ণচিত্ততার রন্ধ্রগত শনিকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ'। অথবা, "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়' বাঙালী পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী, কখনো মুলভাষার অনুকরণে আলোচনা করিয়া কখনো বা ভাষান্তরের সাহায্য লইয়া; কখনো সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া, কখনো বা মূলানুগ অনুবাদ করিয়া। এই সঙ্গে মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকেও 'পরিচয়' তাহার দৃষ্টি সদাজাগ্রত করিয়া রাখিবে"। মানে, নির্বাসনের দীর্ঘশ্বাস নয়, পরিচয় বুঝেছিল জগতের বন্ধন সমাজবদ্ধ মানুষকে জগৎ অস্তিত্বের মাধ্যমে স্ব-অস্তিত্বকে খুঁজে নিতে দেয় না এ কথা সত্য। যদিও আত্ম-স্বাধীনতা সে পথ প্রশস্ত করতে পারে কিন্তু তাতে জগৎ অস্তিত্বের সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য। বাস্তব জগৎ ও স্ব-অস্তিত্বকে অতিক্রম করে অস্তিত্বের স্বরূপের পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব নয়। নয় বলেই জীবন হতাশায় বিড়ম্বিত। আর বিড়ম্বিত বলেই চাই সম্বন্ধযুক্ত অস্তিত্বের প্রণয়ী সম্মান।

'কল্লোল' প্রকাশের কয়েক বছর আগে ও পরে বাংলার নব প্রজন্ম দু'জন নায়ককে পেয়েছিল। প্রথমজন শ্রীকান্ত শর্মা ('শ্রীকান্ত', ১৯১৭-৩৩) আর দ্বিতীয়জন অমিত রায় ('শেষের কবিতা', ১৯২৯)। একজন হত - আশ, উদ্দেশ্যহীন, অকালপৌঢ়, অন্যজন সিনিক, বিশ্বাসরিক্ত, কর্মহীন, স্টাইলসর্বস্ব বাচাল। গোকুলচন্দ্র নাগের 'পথিক', দীনেশরঞ্জন দাশের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 755 - 762
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'দীপক', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে', 'বিবাহের চেয়ে বড়', 'কাকজ্যোৎস্না', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মিছিল', বুদ্ধদেব বসুর 'সাড়া', 'ধূসর গোধূলী', 'যে দিন ফুটল কমল' প্রভৃতি উপন্যাসের চরিত্ররা যে তাদেরই জ্ঞাতি তাতে সন্দেহ নেই। কেননা, কল্লোল অমূলতরু নয়, বিচ্ছিন্নস্রোতও নয় কল্লোলের জোয়ার।

> "বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা করতে হলে একথা বলতেই হবে যে কল্লোল থেকে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির জোয়ার এলেও, তার পূর্বাভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব রূপে যখন প্রমথ চৌধুরী ও শরৎচন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তখনই কবিতায় মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলাম এবং কথাসাহিত্যে সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নতুন পথ খোঁজার প্রয়াসে কলম ধরেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে দেখি তারই পরবর্তী সেকসান।"[১১]

পরিচয়ের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। তাদের চরিত্র নির্মাণের চেয়ে দৃষ্টি পড়েছিল বেশি প্রবন্ধের বস্তুনিষ্ঠতায়। বুঝেছিল, অনুজ পত্রিকা 'প্রবাসী' আর 'বিচিত্রা'র কৌলীন্য না থাকলেও সংগ্রহের বৈদগ্ধ্য ছিল; প্রবাসীর অনুশ্চার্য শরৎচন্দ্র আর ভারতবর্ষের অনুপস্থিত রবীন্দ্রনাথ এই দুজনকে সঙ্গে নিয়ে 'সবুজ পত্র', 'ভারতী' এমনকি কল্লোলের সদ্যোজাত লেখককে একই ছত্রে মিলিয়েছিল যে পত্রিকা, সেই 'বিচিত্রা'র সম্মিলিত সংলাপ তাদেরকেও আওড়াতে হবে। কেননা, বিদ্রোহের উল্লাস নিয়ে আর যাই হোক সাহিত্য হয় না, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে রুচি, বিচারবুদ্ধি আর চিন্তার শৃঙ্খলা। পরিচয়কে তাই নতুন পথ খুঁজতে হয়নি, কল্লোল নতুন পথ তৈরি করে বুঝিয়ে দিয়েছিল পরিচয়কে হাঁটতে হবে চেনাপথেই আবার নতুন করে। আর এখানেই ঘটেছিল ব্যাধি; লেখকরা যতটা না শিল্পী হয়ে থাকলেন, তার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ালেন ব্যাখ্যাতার ভূমিকায়।

কল্লোলের সাত বছরের আয়ু প্রবন্ধের চেয়ে গল্প কবিতা উপন্যাসেই সেজেছে বেশি। প্রথম বর্ষ প্রবন্ধ ছাড়াই। দ্বিতীয় বর্ষ মাত্র তিনটি। তৃতীয় বর্ষ থেকে বছরে গড়ে সতেরোটি। সঙ্গে কিছু গাথা, কথিকা, নাটিকা, স্মৃতিতর্পণ, সাহিত্যতত্ত্ব ও অনুবাদ। পরিসংখ্যান অনুয়ায়ী কবিতা ৩০৭টি, গল্প ৩৫২, উপন্যাস ১১, প্রবন্ধ ৯০ আর অন্যান্য ৯টি। মোট ৭৭২। প্রথমবর্ষ রবীন্দ্রনাথকে ছাড়াই। পরবর্তী বছরগুলিতে ছাপা হয় আটটি কবিতা ও একটি চিঠি। আশ্চর্য মিল এখানেই পরিচয়েও প্রথম সংখ্যার সূচিতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। পরিচয়ের সঙ্গে তাঁর যুক্তকরণ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে চিঠি পাওয়ার পর, "আমার চিন্তামেঘ এখন রিক্তবর্ষণ নইলে তোমাদের পূত হাওয়ার টানে আসরে নামতুম"। রবীন্দ্র-রচনার সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচ বছরে বাইশ। প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় জগদীশ গুপ্তের 'লঘুগুরু' উপন্যাসের সমালোচনা, শেলির কবিতার অনুবাদ। এরপর একে একে 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত', 'আধুনিক কাব্য', 'ছন্দ বিতর্ক', 'নব ছন্দ', 'চিহ্ন বিভ্রাট', 'কালান্তর', 'সাহিত্যের মাত্রা', 'রিয়ালিস্ট' আর দশটি সংখ্যায় 'কবিতাগুচ্ছ'। রবীন্দ্রনাথকে অনায়াসে পাওয়ার বিজয়ী উল্লাসে হিরণকুমার সান্যাল লিখছেন, -

> "পরিচয়ের আসরে তাঁকে নিমন্ত্রণ করার মতন সাহস আমাদের হয়নি, কিন্তু গিরিজাবাবু, ধূর্জটিবাবু (কলকাতায় থাকলে) সুধীন ও আমি কবির সঙ্গে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ করেছি, ও হাত না পেতেই পরিচয়-এর জন্য রচনা উপহার পেয়েছি।"[১২]

কিন্তু কল্লোল যে স্বাতন্ত্র্যের মূর্ত ঝড় তুলেছিল তাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল মৈত্রী মনান্তরে। কবিতা লিখলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। শিরোনাম দিলেন 'অহংকার';

"সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো।
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর।"

যদিও রবীন্দ্রবিরোধিতার সূচনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীর তুলেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিপিনচন্দ্র পাল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মত কয়েকজন যাঁদের অভিযোগে মিশে ছিল অশ্লীলতা, অস্পষ্টতা ও

অবাস্তবতার যুক্তি। ‘কল্লোল’ প্রথম সমর-উত্তর গোষ্ঠী। প্রবীনদের বিরোধিতার মূলে ছিল রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্য বা গুরুত্ব সম্পর্কে সংশয়, তাঁদের লক্ষ্য ছিল তাঁর কাব্য-উপন্যাসে দোষত্রুটির সন্ধান। নবীনদের বিরোধিতা ছিল আরো গভীরে- দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ, জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধের প্রশ্নেই আপত্তি। তাঁর সৌন্দর্যবোধ, আস্তিক্যবোধ, কল্যাণ-পরিণামী জীবনাদর্শ, সুষমা ও সামঞ্জস্যের বিশ্বাস অপাঙ্ক্তেও। বুদ্ধদেব বসু লিখলেন, -

> “তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হল তাঁর জীবন-দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।”[১৩]

যদিও কল্লোলের এই ধারণা ভাঙতে বেশি দেরি হয়নি।

> “সৃষ্টিতে সমাপ্তির রেখা টানেননি রবীন্দ্রনাথ - তখনকার সাহিত্যে শুধু তাঁরই বহুকৃত লেখনের হীন অনুকৃতি হলে চলবে না। পত্তন করতে হবে জীবনের আরেক পরিচ্ছেদ।”[১৪]

এই সংকল্প নিয়ে ‘কল্লোল’ প্রকাশিত হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ঔদ্ধত্য ও চাপল্যকে ক্ষমা করেছিলেন। আশীর্বাদ দিয়ে কবিতা পাঠিয়েছিলেন কল্লোলের তৃতীয় বর্ষের বৈশাখ সংখ্যায় -

“যেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত
আমার পরাণ হিব্র কিংশুকের রোমাঞ্চলাঞ্ছিত
সেদিন আমার মুক্তি, সেই দিন হে চির-বাঞ্ছিত
তোমার লীলায় মোর লীলা
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতবঙ্গে তালে তালে মিলা।”

কিন্তু দুঃখের বিষয় নতুন রাস্তায় এসে পরিচিত মুখ দেখার এই আবেগটাকে কল্লোল সেদিন বুঝতে পারেনি। বুঝতে পেরেছিল প্রায় একযুগ পরে ‘শেষের কবিতা’ পাঠের নির্জনতায়। ফলত, স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হয়েছিল ‘সাহিত্যধর্ম’, ‘সাহিত্যে নবত্ব’ কিংবা ‘সাহিত্যের পথে’র মত কতগুলো প্রবন্ধ যেখানে আধুনিকতা ও কল্লোলকে ধরা যায় দুটি শব্দবন্ধে- ‘লালসার অসংযম’ ও ‘দারিদ্র্যের আস্ফালন-’। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য কোনো অংশেই ভুল হয়নি। গোকুলচন্দ্র নাগের ‘পথিক’ যতটা বুদ্ধিমার্জিত চেতনার নিকষে সদসৎ ও সুন্দর-কুৎসিতের প্রশ্নটাকে নতুন করে যাচাই করেছে ঠিক ততটাই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘বেদে’ দেখিয়েছে জীবনের কুৎসিত, বীভৎস, দারিদ্র্যপিষ্ট, বিক্ষোভক্ষুব্ধ মিথুনাসক্তির প্রাবল্য। হামসুন, হ্যাভলক এলিসের চরিত্র যেন। যেন ফীলডিং-এর ‘টমজোনস’ উপন্যাসের টম জোন্স এই কাঞ্চন কৈশোর। প্রবোধকুমার সান্যালের ‘যাযাবর’ হোক বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘পাঁক’, শৈলজানন্দের ‘ষোলোআনা’ হোক বা জগদীশ গুপ্তের ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’ প্রত্যেকটিতেই যৌবনের প্রাণোদ্দীপনা, সজীবতা ও তারুণ্যের প্রাণচাঞ্চল্য। প্রত্যেকটির সঙ্গেই ফ্লবেয়ার, জোলা, ইবসেন, গোগল, চেখভ, ডস্টয়ভস্কি, টলস্টয়, মেটারলিঙ্ক, জোহান বোয়ার, জাসিন্তো বেনাভান্তের হৃদ্যতার যোগ। বুদ্ধদেব বসুর ‘সাড়া’, ‘যেদিন ফুটলো কমল’, ‘একদা তুমি প্রিয়ে’, ‘ধূসর গোধূলী’, ‘বাসর ঘর’ও এদের থেকে সরে নেই; হতে পারে প্রেমই সেখানে মুখ্য, কিন্তু প্রেমের বিলাস, লীলামাধুর্য, স্বপ্নসৌরভ, নিবিড় রহস্যমেদুরতা কল্লোলেরই ঘোষিত গৌরব। গল্পের ক্ষেত্রেও খাটে একই বিশেষণ। তাদের চরিত্র মণীশ ঘটকের চরিত্রের মতোই সমাজের ‘তলানি’, ‘কানা খোঁড়া ভিক্ষুক গুণ্ডা চোর আর পকেটমার। তাদের এই বিকৃত জীবনের কারখানা বহুদূরবর্তী কোনো অঞ্চল নয়, কলকাতা শহরেরই বুকের উপর থমকে থাকা ‘পটলডাঙা’। কবিতার ভাষায়,

“মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
জগতের যত হতভাগাদের ভীড়;
মাল ব’য়ে ব’য়ে ঘাল হ’ল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,

সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়"। (বেনামী বন্দর, প্রেমেন্দ্র মিত্র)

গঠনের দিক থেকে কল্লোলের ছিল পাঁচটি ফিচার- নির্বাচিত লেখার জন্য 'সংগ্রহ', পুস্তক-পত্রিকা বা নাট্য আলোচনার জন্য 'আলোচনা', সটীক দেশ বিদেশের সংবাদের জন্য 'সমাচার', মুদ্রিত রচনার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য 'পরিচয় লিপি' আর চিত্রধর্মী বর্ণনা বা অলঙ্করণের জন্য 'ছবি'। দু বছরের এই পাঁচটি ফিচারকে তৃতীয় বর্ষে পুরে দেওয়া হল একটি নতুন বিভাগে, তার নাম 'ডাকঘর'। ষষ্ঠ বর্ষে আবার 'ডাকঘর'-এর বদলে আনা হল 'প্রবাহ' আর 'কাহিনী'। 'প্রবাহ'-এ থাকতো 'ডাকঘর'-এর বিপুল ভার, আর 'কাহিনী'তে থাকতো দেশ বিদেশের সাহিত্যচিন্তা, সাহিত্যিক পরিচয়।

ত্রৈমাসিক পরিচয়ও ফিচারের দিক থেকে পিছিয়ে ছিল না। কিন্তু তার পাঁচ বছরের আয়ুতে (১৯৩১-৩৬) যেটির ভার সবচেয়ে বেশি বাড়িয়েছিল সেটি প্রবন্ধ। যদিও কবিতার সংখ্যা প্রবন্ধের চেয়ে ১২টি বেশিই ছিল তবুও ৯৫টি প্রবন্ধের যে গাম্ভীর্য পরিচয় দেখিয়েছিল তাতে চল্লিশের দশকের বাংলা সাহিত্য পেয়েছিল প্রার্থিত জীবনীশক্তি। বাংলা ছন্দ থেকে শুরু করে কাব্যে আধুনিকতা, কাব্যরীতি, কাব্যতত্ত্ব, মার্ক্সবাদ কোনো কিছুই বাদ পড়েনি। বাদ পড়েনি রুশ বিপ্লব, বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা। আধুনিক অর্থনীতি, সংখ্যাশাস্ত্রের মতো কান্টের বিজ্ঞানবাদ, সিলভ্যা লেভির প্রাচ্যবাদ, কিংবা হোয়াইটহেডের দর্শন সমস্ত কিছুই জায়গা করে নিয়েছিল অকপটে। লিখতেন, সুধীন্দ্রনাথ (ঐতিহ্য ও টি. এস এলিয়ট), রবীন্দ্রনাথ, সুশোভন সরকার (রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা, রুশ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত, সোস্যালিজমের মূলসূত্র, মাঞ্চুকুয়ো, জার্মানির দুরবস্থা, আন্তর্জাতিক সংকট, ফ্রাশিসমো প্রভৃতি), প্রিয়রঞ্জন সেন (বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমের হাওয়া), গিরিজাপতি ভট্টাচার্য (সমষ্টি-বিজ্ঞান ও বসুর সমষ্টিগণিত), বিজয়চন্দ্র মজুমদার (বিবাহ বিধি), প্রবোধচন্দ্র বাগচী (স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, মিলভ্যাঁ লেভি), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ইতিহাস), আবু সয়ীদ আয়ুব (বুদ্ধিবিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি, সুন্দর ও বাস্তব, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমি ও দর্শন, সৌন্দর্যের মূল্য কি স্বাশ্রয়ী), বটকৃষ্ণ ঘোষ (ভাব ও ভাষা, শব্দ ও অর্থ), হুমায়ুন কবীর (ইমানুয়েল কান্ট, কান্ট ও বিজ্ঞানবাদ)-এর মতো অভিজ্ঞতার নিয়মী বিন্যাসে দক্ষ কয়েকজন প্রাবন্ধিক যাঁদের উপজীব্যই ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তা ও ভারতীয় দর্শন। যেখানেই যুক্তির ফাটল দেখেছেন সেখানেই টেনেছেন বিদ্রোহ। বিদ্রোহ তাঁদের সবচেয়ে বেশি গ্রন্থসমালোচনায়।

ফলত, স্বাভাবিকভাবেই স্বপ্রতিভ এই অস্তিত্বের গাঢ় জাগরণে থেকে কবিতা বিভাগে অন্নদাশঙ্কর রায় যে সাহজিক স্বস্তির প্রত্যয় নিয়ে লিখেছিলেন "আসে ক্লান্তির মৌন গভীর শান্তি এতক্ষণে হল উদ্দামতার ক্ষান্তি" (সমাপ্তি) সেই মৌন গভীর শান্তির চত্বরে বুদ্ধদেব বসু কল্লোল থেকে হেলেনের 'বুকের সোনার বাটি'র খোঁজে এলে যেভাবে প্রত্যাখ্যাত হন তাতে তিনি বুঝেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, হুমায়ুন কবীর, অমিয় চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ যেখানে স্থির হয়ে বসে আছেন সেখানে না থাকাই ভালো। কেননা, পরিচয়ের এই মনন-পরিমণ্ডলে দেহকামনার দহনজ্বালা আর যাই হোক বড্ড বেমানান। 'কল্লোল'-এর উদ্দাম কলরোলের শান্তিও পরিচয়ের মতোই রবীন্দ্রকাব্য-শান্তিতীর্থে আত্মসমর্পণে।

বস্তুত, সম্পাদক হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের যে পরিচয় ছিল তা তর্কবুদ্ধি ও যুক্তির উপর ভর করেই। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, -

> "পরিচয়ের স্টাণ্ডার্ড আমাদের সম্মিলিত স্টাণ্ডার্ড, কিন্তু তার মধ্যে সুধীনের সবচেয়ে উঁচু ও যুক্তিসাপেক্ষ ছিল বলেই সেই সম্মিলিত স্টান্ডার্ড ছিল উর্ধ্বমুখী।"[১৫]

একটি সুতোয় সকলকে বেঁধে রাখার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর। কল্লোলের সঙ্গে পরিচয়ের সুতো-ছেঁড়ার সম্পর্ক এখানেও ছিল। পরিচয়ের জন্ম ও লালন যেখানে সম্পাদকের হাতেই অর্পিত ছিল, সেখানে কল্লোলের বেড়ে ওঠা ছিল প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের হাতে নয়, তার লেখকদেরই নির্বন্ধগুণে।

> "দীনেশরঞ্জন বের করেছিলেন গল্পের পত্রিকা, যার সিকি সচিত্র বিজ্ঞাপন দেখা যেতো কিন্তু তার রূপান্তর ঘটলো গোকুলচন্দ্র ও অচিন্ত্যকুমারের সংযোগে, তারপর নবযুবক লেখকেরাই 'কল্লোল'কে দখল করে নিলো, দীনেশরঞ্জন স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন। সেই অভ্যর্থনার উষ্ণতায় তাঁর কৃতিত্ব, বন্ধুতার প্রতিভায় তাঁর গৌরব।"[১৬]

কল্লোলের জয় এখানেই। হাতফেরির এই বিনীত সমর্পণ ত্রৈমাসিক পরিচয়ে ছিল না কখনো। যদিও কল্লোলের আন্দোলনটা এসেছিল বাইরে থেকে, মার্ক্সবাদ থেকে অস্তিবাদের সীমান্তে এসে শেষাবধি সনাতনী শিবিরে নিশ্বাস ফেলতে হয়েছিল, তবুও তার টান যেহেতু দেশজ অনুরাগের, তার সাহিত্যও তাই দেশীয় হৃদ্যতার, বেঁচে থাকার আয়ু তার দীর্ঘকালের। সাড়ে তিন টাকার মুঠো নিয়ে হাঁটার যে গন্তব্য তার নাম 'কল্লোল' পত্রিকা নয়, কল্লোলযুগ' এটাই তার আত্মলীন পরিচয়ের ব্যাপ্ত অহংকার। অথচ কল্লোলের নৌকা ভীড়েছিল যে পরিচয়ের ঘাটে সেই পরিচয়ের পরিচিতি দাঁড়িয়েছিল বৈদেশিক চিন্তার আলোচনার প্রাচুর্য ও দক্ষতায়। তাঁদের আগ্রহ যতটা বিশ্বমনস্ক হবার, ততটা দেশজ হবার দিকে নয়। আর নয় বলেই তাঁরা ছিলেন স্বদেশে ছিন্নমূল। স্বদেশের চিত্তভূমি থেকে একঘরে। যতটা না সাহিত্যিক তার চেয়ে অধিক আইডিয়ার ব্যবসায়ী; এখানেই তাঁদের নিজেদের প্রতি নিজেদের প্রতারণা।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, বর্ত্তমান গদ্য সাহিত্যে তিনিখানি ভাল বই, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ১, দে'জ পাবলিসার্স, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৭, পৃ. ২৫০

২. মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্তঃশীলা, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ১, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর ২০০২, পৃ. ১৩৪

৩. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, কল্লোলযুগ, ডি.এম লাইব্রেরি, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৫৮, পৃ. ১০৪

৪. রায়, এস. এন. (সম্পাদিত), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : শতবার্ষিকী সংকলন, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১০, পৃ. ২৮০

৫. সিংহরায়, জীবেন্দ্র, কল্লোলের কাল, দে' জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০, পৃ. ৭০

৬. সান্যাল, হিরণকুমার, পরিচয়ের কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ১৩১

৭. দত্ত, হরীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও পরিচয়-এর প্রকাশ, উত্তরসূরী, নববর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯

৮. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, সবুজপত্র, কল্লোল : রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রচর্চা, ১৯৬১, পৃ. ৭২

৯. দে, সুধাংশুশেখর, (সম্পাদিত), বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, দে' জ পাবলিশিং, প্রথম দে' জ সংস্করণ, মাঘ ১৩৬৩, পৃ. ৮২

১০. সেনগুপ্ত, অচিন্তকুমার, কল্লোলযুগ, ডি. এম লাইব্রেরী, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৫৮, পৃ. ৮৩

১১. সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের কাল, উত্তরসূরী, নববর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৬৯, পৃ. ৪৫

১২. সান্যাল, হিরণকুমার, পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র, ঈদ ১৯৭৮, পৃ. ১১

১৩. দে, সুধাংশুশেখর, (সম্পাদিত), বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, মাঘ ১৩৬৩, পৃ. ৮৩

১৪. সেনগুপ্ত, অচিন্তকুমার, কল্লোলযুগ, ডি. এম লাইব্রেরী, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৫৮, পৃ. ১০৬

১৫. সান্যাল, হিরণকুমার, পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র, পরিশিষ্ট অংশ।

১৬. বসু, বুদ্ধদেব, স্বদেশ ও সংস্কৃতি, সাহিত্যপত্র, ১৯৫৭, পৃ. ৩৮